

সম্পাদকীয়

ঐশী প্রতিশ্রুতি পূর্ণতালাভের অবিস্মরণীয় এক দিন-২৩ মার্চ

মার্চ মাস বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে যেমন গুরুত্বপূর্ণ মাস, তেমনি আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের ইতিহাসে মার্চ মাস একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ১৮৮৯ সনের মার্চ মাসের ২৩ তারিখে ঐশী-প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ‘বাবে লুদ’ তথা লুধিয়ানা শহরে উম্মতে মুহাম্মদীয়ায় আবির্ভূত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর হাতে ৪০ জন বয়আত গ্রহণ করেন। এই ৪০ জনকে নিয়েই শুরু হয়েছিল আহমদীয়াতের অগ্রযাত্রা।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খোদার কাছ থেকে বহু ঐশী-নিদর্শন লাভ করে জগদ্বাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন, ‘আমিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্’। তিনি (আ.) অপবাদ আরোপকারী, বিদ্বেষ-পরায়ণদেরকে উদ্দেশ্য করে আরও বলেন, “আমি জানি, খোদা তাআলা আমার সঙ্গে আছেন। আমি যদি পিষ্টও হয়ে যাই, পদদলিতও হই এবং ক্ষুদ্রকায় এক অণুর চেয়েও নিজেকে নিষ্পেষিত হতে দেখি তবুও আমিই জয়ী হবো। যিনি আমার সঙ্গে আছেন, তিনি ছাড়া আমাকে কেউ জানে না। আমি আদৌ বিনষ্ট হবো না। শত্রুর সকল প্রচেষ্টা নিরর্থক এবং বিদ্বেষপোষণকারীদের সকল অভিসন্ধি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। হে অজ্ঞ এবং অন্ধরা! আমার পূর্বে কি কোন সত্যবাদী ধ্বংস হয়েছে যে, আমি ধ্বংস হবো? কোন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাআলা কি কখনো অপমানের সাথে বিনাশ করেছেন যে, আমাকে তিনি বিনাশ করবেন? নিশ্চয়ই স্মরণ রাখবে এবং কান পেতে শোনে রাখো, আমার আত্মা বিনাশ হবার নয় এবং আমার প্রকৃতিতে অকৃতকার্যতার লেশমাত্র নেই” (আনোয়ারুল ইসলাম, পুস্তক)।

১৮৮২ সনের শুরু থেকেই আহমদীয়া সিলসিলাহর প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর ওপর তাঁর প্রত্যাশিত হওয়া সম্বন্ধে ওহী নাযিল হয়ে চলছিল, কিন্তু কিছুকাল পর্যন্ত তাঁর মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হয়নি, কারণ তিনি জানতেন না ওহীর এ ধারাবাহিকতার পেছনে আল্লাহ্ তাআলা কী উদ্দেশ্য নিহিত রেখেছেন এবং রূহানীয়তের কোন উচ্চতম আসনে তাঁকে সমাসীন করতে তিনি ইচ্ছা করেছেন। কেনই-বা তাঁর মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হবে, যেহেতু তিনি কোন পদমর্যাদার আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না, বরং নীরবে-নিভূতে লেখনি ও বাক্য দ্বারা ইসলামের খেদমত করতেই তিনি

গৌরব ও আনন্দ অনুভব করতেন। প্রায় ৮ বছর এ অবস্থা চলতে থাকে। অনেক বিশিষ্ট পুণ্যবান ব্যক্তি এ সময়ে হুযূর (আ.)-এর নিকট বয়আত গ্রহণের আবেদন জানান। প্রত্যেককেই তিনি একই জবাব দিতেন, ‘আমি প্রত্যাশিত পুরুষ নই’। অবশেষে ১৮৮৮ সনের শেষের দিকে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে বয়আত নেয়ার জন্য নিম্নোক্ত আদেশ করেন, ‘যখন তুমি সংকল্প কর, আল্লাহ্ তাআলার ওপর ভরসা কর এবং আমার সম্মুখে আমার ওহী অনুযায়ী নৌকা (জামা’তের নেয়ামের) তৈরী কর। যে ব্যক্তি তোমার হাতে বয়আত করবে, আল্লাহর হাত তার হাতের উপর থাকবে’। (প্রথম ইশতেহার, ডিসেম্বর, ১৮৮৮)

আল্লাহ্ তা’লার এ সুস্পষ্ট আদেশ প্রাপ্তির পর সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ‘তক্বীলে তবলীগ আওর গুয়ারেশে জরুরী’ শিরোনামে একটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বয়আত নেয়ার ঘোষণা করেন। এতে হুযূর (আ.) কেবলমাত্র পুণ্যবান ও ঈমানে সুদৃঢ় শিষ্যগণকে বয়আত গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। তিনি (আ.) লিখেছেন ‘আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যারা সত্যকে পেতে চায়, তারা সত্যিকার ঈমান, অন্তরের বিশুদ্ধতা এবং আল্লাহর ভালবাসা অর্জনের প্রশিক্ষণ পেতে আমার নিকট বয়আত করবে। আমি তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল থেকে তাদের বোঝা হালকা করিয়ে দিতে যত্নবান থাকবো। খোদা তাআলা আমার দোয়া ও মনোনিবেশে তাদেরকে আশিসমন্ডিত করবেন। তবে শর্ত এই যে, আসমানি শর্তাবলী পালনে তারা মনে-প্রাণে প্রস্তুত থাকবে’। সেই সাথে এতে অগ্রহী ব্যক্তিদেরকে তিনি (আ.) সফরের কষ্ট ও ক্লান্তি অর্থাৎ জাগতিক এক বাধা পাড়ি দিয়ে লুধিয়ানা শহরে আসার আমন্ত্রণ জানান। এ বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর হুযূর (আ.) লুধিয়ানা শহরে গমন করেন এবং ১৮৮৯ সনের ২৩ মার্চ মরহুম মুসী আহমদ জান সাহেবের বাসভবনে সত্যান্বেষী পুণ্যবান শিষ্যগণের প্রথম বয়আত গ্রহণ করেন। খোদা তা’লার বিশেষ ইচ্ছায় তাঁর মা’মুরের দ্বারা পবিত্র এ রূহানী জামা’তের ভিত্তি এভাবেই গড়ে ওঠে। আর সারা বিশ্বের প্রায় ২০২টি দেশে কোটি কোটি মানুষ আজ তাঁকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) ও ইমাম মাহদী হিসেবে গ্রহণ করেছে।

আল্লাহ্ তা’লা আমাদের দেশের সত্যান্বেষীদেরকেও সত্য মসীহ্-মাহদীকে চেনার এবং তাঁকে গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।